পত্রিকা সম্পাদক শান্তনু চ্যাটার্জি
সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি সুকমল ঘোষ

খেয়া

Online

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন
২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০০১৯

Issue: 2025Q204 | **Date:** 15-Apr-2025

email: jbi.alumni.1914@gmail.com
Website: www.jagadbandhualumni.com/KheyaLive
রেজি নং S/7337 under WB Act XXVI of 1961

বিষয় ভাবনা – ছবির সাহিত্য

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ২
বিজ্ঞপ্তি ৩
গল্প / অণুগল্প
এমিলির প্রেম - প্রদীপ্ত চৌধুরী ৪
হারানো সুর - ভাস্কর গুপ্ত ৬
ছবি - সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় ৭
রাতের শেষ ট্রেন - স্নেহাশিস গাঙ্গুলী ৯
কবিতা
রাত এখনও অনেক বাকি - তুষার চক্রবর্তী ১০
দূরে চলে গেল ট্রেন - শান্তনু চ্যাটার্জি ১০
নিঝুম রজনী – ঋক্ ধর্মপাল ব্যানার্জি ১১
বি স্ p h o t o ক - অঙ্কন মিত্র ১২
অনন্ত অহল্যা - সুকমল ঘোষ ১৩
এলোমেলো কিছু লাইন - প্রতীপ মুখোপাধ্যায় ১৩
আমাদের খবরাখবর ১৪

শুভ নববর্ষ ১৪৩২

পরের খেয়া : প্রকাশকাল জুলাই ২০২৫

সম্পাদকীয়

আরেকটা বসন্ত চলে গেল। চৈত্র শেষ, বছর শেষ। পয়লা বৈশাখ ১৪৩২, নববর্ষ। কালের আবর্তনে একটা বছর শেষ হয়; আরেকটা নতুন বছর আসে। নতুন আশা, নবচেতনা, নতুন স্বপ্ন নিয়ে আবার শুরু হয় একই পথ চলা। তবু এই নববর্ষের সন্ধিক্ষণ যেন জীবনের যাত্রাপথের এক সাময়িক বিরতি। নিজের মুখোমুখি হওয়া, নিজের অবস্থান যাচাই করে নেওয়ার একটু বিরতি। একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার জীবনস্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়া। ঠিক যেন একটা ছোট রেলস্টেশন। নিভৃত, নির্জন সাময়িক বিরতির একটু শান্তির খোঁজ মেলে যেখানে। শহর থেকে দূরে, জনহীন প্রান্তরে ঝিম ধরে থাকা এক রেলস্টেশন। দুপাশে দুটো প্ল্যাটফর্ম, দুটো আদ্যিকালের কাঠের বেঞ্চি, একটা টিকিটঘর, দেওয়ালের গায়ে একটা রেলঘড়ি আর দুবেলা দুটো ট্রেন। এইরকম এক রেলস্টেশনের ছবিকে ভিত্তি করে একগুচ্ছ মৌলিক লেখা--কয়েকটি অণুগল্প আর খণ্ডকবিতা নিয়ে প্রকাশিত হল এবারের খেয়া – ছবির সাহিত্য। বিষাদমাখা এই স্টেশনের ছবি জাগিয়ে তোলে কোনও স্মৃতি, কী যেন হারিয়ে যাওয়া! ফেলে আসা দিন, যে বিষণ্ণতা চিরকালীন, আমাদের কুরে কুরে খায়। যে বিষণ্ণতা আমাদের অপছন্দের কিন্তু রেশ থেকে যায়। ঘোর লাগা সেই বিষণ্ণতার ছবি যেন বর্তমান সমাজের প্রতিচ্ছবি। হিংসা, হানাহানি, হত্যা ও হাহাকারের এই বিশ্বের, এই মানবসভ্যতার কাছে নববর্ষ বা যে কোনও নতুন অচেনার আনন্দ আর চেনা ভয়ের হাতছানি। এই অনুভূতি নিয়েই এবারের খেয়া। আনন্দ আর আশঙ্কা, বিশ্বাস আর বিপণ্ণতা, ভালোবাসা আর ভয়, এই দ্বন্দ্বের দোলায় দুলছি আমরা, দুলছে আমাদের খেয়া। এই দোলাচলকে অস্বীকার করবে কে!

এ ছাড়াও এ বারের খেয়ায় আছে অ্যাসোসিয়েশনের গত সাধারণ সভা ও পরিচালন সমিতির গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কিছু বিজ্ঞপ্তি। খেয়ার গত সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর অ্যাসোসিয়েশনে অনুষ্ঠিত কর্মকাণ্ডের বিবরণী।

ছাপার অক্ষরে একটা খেয়া হাতে পেতে অনেক সদস্যই আগ্রহী। প্রতি বছরের মতো এই বছরেও একটি হৃষ্টপুষ্ট ছাপানো খেয়া সদস্যদের হাতে তুলে দিতে আমরা সচেষ্ট। আমাদের এই প্রচেষ্টাকে বাস্তবায়িত করার জন্য বিজ্ঞাপন ও লেখা দিতে অনুরোধ এবং আবদার এবং দাবি করছি সকল সদস্যের কাছে।

নতুন বছর সকলের ভালো কাটুক, সকলে সুস্থ থাকুন। সকলের মঙ্গল কামনা করি।

শুভ নববর্ষ।

বিজ্ঞপ্তি

আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের নতুন সদস্যপদ গ্রহণ, সদস্যদের ক্রম সংখ্যা ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন ও আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গত এজিএম-এ এই সব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং গভর্নিং বডির গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী –

সদস্য-চাঁদাবৃদ্ধি

আজীবন সদস্যপদের (T ক্রম) চাঁদা ১ এপ্রিল ২০২৫ থেকে ১০০০ টাকা করা হল।

বার্ষিক সাধারণ সদস্যপদের (Y ক্রম) চাঁদা ১ এপ্রিল ২০২৫ থেকে ৫০০ টাকা ধার্য করা হল – এটি বছর বছর পুনর্নবীকরণ প্রয়োজন।

প্রাক্তনী সব ব্যাচের কাছে প্রয়াত সদস্যদের নাম জানানোর আর্জি

আমাদের মেম্বার'স লিস্টে এখনও কিছু কিছু প্রয়াত সদস্যের নাম রয়ে গেছে। প্রত্যেক সদস্য তাঁর জানা কোনও প্রয়াত সদস্যের নাম লিস্টে থাকলে আমাদের জানাবেন।

বর্তমানে সমস্ত নথিভুক্ত আজীবন সদস্যদের জানানো হচ্ছে যে বর্ধিত চাঁদার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্য তাঁদের অনুদান সাদরে গৃহীত হবে।

সঠিক Email জানাবার আর্জি

সদস্যদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার জন্য, সকল সদস্যদের কাছে অনুরোধ, তারা আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজের ই-মেল ঠিক আছে কি না দেখে নিন। ভুল থাকলে নিজের সঠিক Email ID আমাদের mail (jbi.alumni.1914@gmail.com) করে জানান।

সম্পাদক

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

এমিলির প্রেম

প্রদীপ্ত চৌধুরী

আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগের ঘটনা। ঘটেছিল ইংল্যান্ডে।

লন্ডন থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরের একটা নিদারুণ নির্জন গ্রাম টারভিল। গ্রামের ঠিক মাঝ বরাবর আড়াআড়ি একটা রেললাইন চলে গেছে। তা দিয়ে ট্রেন চলাচল করে সপ্তাহে মাত্র দু'দিন। একদিন দুপুরে। আরেকদিন একটু বেশি রাতে। দু'একজন যাত্রী ওঠানামা করে। কোনও কোনও দিন সেটাও দেখা যায় না।

সেদিন ট্রেন আসার কথা ছিল রাতে। রাত প্রায় বারোটা নাগাদ। তার অনেক আগে থেকেই প্ল্যাটফর্মে এসে বসেছিল এমিলি। যথেষ্ট ধনীবাড়ির বউ সে। কিন্তু স্বামী আর শাশুড়ির অত্যাচার আর অপমানে জেরবার হয়ে গিয়েছিল তার জীবন। মাস চারেক আগে পরিচয় হয়েছিল স্বামীর এক হৃদয়বান বিবাহ-বিচ্ছিন্ন বন্ধু টমাসের সঙ্গে। সেই পরিচয়ই অল্প কিছুদিনের মধ্যে প্রেমের রূপ পেল। ঘরছাড়া প্রেম। কাঁধে মাথা রেখে কাঁদার মতো একটা মানুষ পেল অপমানিত, অসহায় এমিলি।

এই টমাসই আজ রাতের ট্রেনে আসছে টারভিলে। স্টেশনে একটা নির্দিষ্ট বেঞ্চে তার জন্য অপেক্ষায় থাকবে এমিলি। ট্রেনের জানলায় টমাসকে দেখে সেও উঠে বসবে ওই কামরায়। তারপর তারা টারভিল ছেড়ে চলে যাবে আরও অনেক দূরের কোনও গ্রামে। সেখানে তারা মনের সুখে ঘর বাঁধবে। কেউ আর কোনওদিন খোঁজ পাবে না তাদের।

ট্রেন যে লাইনে আসার কথা, এমিলি বসেছিল তার উল্টো দিকের এক বেঞ্চে। প্রহর গুনছিল সে। ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছিল তার দমচাপা প্রতীক্ষা। একেকটা মিনিট যেন একেকটা যুগ! কখন আসবে টমাসের ট্রেনটা? আসবে তো আদৌ? নানান প্রশ্ন আর চিন্তার ঝড়ে ভেতরে ভেতরে সে তখন পুরো তোলপাড়।

অবশেষে প্ল্যাটফর্মের ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে কাঁটা মিলিয়ে ট্রেনটাকে আসতে দেখল এমিলি। উৎসাহে আনন্দে একেবারে অধীর হয়ে উঠল সে। ট্রেনটা থামার পর তার জানলায় দেখতে পেল টমাসকে। হাসিমুখে হাত নাড়ছে সে। এমিলির আর তর সইল না। সে তখন ট্রেনের সামনে দিয়ে এক দৌড়ে লাইন পেরোতে গেল। ঠিক তখনই ঘটে গেল দুর্ঘটনাটা। টাল সামলাতে না পেরে লাইনের ওপরেই হোঁচট খেয়ে পড়ল। ফেটে গেল মাথা। আর উঠতে পারল না। ওখানেই নিভে গেল তার জীবনদীপ।

টমাস আর বিয়ে-থা করেনি। যতদিন বেঁচেছিল, প্রত্যেক বছর ওই নির্দিষ্ট দিনটায় সে রাতভর বসে থাকত টারভিল গ্রামের ওই নির্জন স্টেশনটায়। একমনে তাকিয়ে থাকত রেললাইনের দিকে। জলে ভরে উঠত তার চোখ দুটো। আর ভাবত, ওই লাইন দুটোর মতোই তার আর এমিলির জীবন। সমান্তরাল কিন্তু স্পর্শবিহীন।

হারানো সুর

ভাস্কর গুপ্ত

ট্রেনের দুলুনিতে ভালই ঘুম হয় অপলকের। কিন্তু আজ ওর ঘুম আসছে না। কামরার বাকি তিনজন , বাবা মা আর দিদি ঘুমিয়ে কাদা। ওর চোখে ঘুম নেই একফোঁটা। ওর এই আঠেরো বছরের জীবনটা আজ বারবার মনের মধ্যে তার সমস্ত খুঁটিনাটি নিয়ে ভেসে উঠছে। এই যে ট্রেন যাত্রা এ তো এক শুরু মাত্র। শেষ কোথায় এর? আই আই টি বম্বেতে ভর্তি হওয়ার উদ্দেশ্যে এই যাত্রায় কোনও উত্তেজনা নেই ওর। ও জানে ওর মেধার কারণে যতটা গর্বিত এই কামরার বাকি তিনজন, ততটাই লজ্জিত তার মেয়েলি স্বভাবের জন্য। সমস্ত ব্যঙ্গ তাচ্ছিল্য আর অপমান ভরা দিনগুলো ওর কেন যে আজ মনে পড়ছে! ও তো চায় নি এই পরীক্ষায় বসতে! ও চেয়েছিল বিশ্বভারতীতে সঙ্গীতভবনে পড়তে, নাচ গান... নিদেনপক্ষে কলাভবনে শিল্পচর্চা। নাঃ! তার ইচ্ছেকে নস্যাৎ করে দিয়েছিল ওরা তিনজনেই। ওকে পড়তেই হবে ইঞ্জিনিয়ারিং। গন্তব্য স্থির করে দিয়েছিলেন বাবা। আই আই টি, তারপর বিদেশে- হার্ভার্ড কিংবা এম আই টি, তারপর গাড়ি বাড়ি আরও কত কী! না- এ তার স্বপ্ন নয়। আচ্ছা কোথাও কি যেতেই হবে? অমনই এক স্থির গন্তব্যে পৌঁছোনোর এই যে দৌড়, এ তো তার পছন্দ নয় একটুও। জানালার কাচের ভিতর থেকে বাইরে তাকায় ও। নির্জন একটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে ট্রেন। অনেকক্ষণ হল। কিছুক্ষণ আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে এক পশলা। বৃষ্টিভেজা অন্ধকার রাতে টিমটিমে আলো-জ্বলা একটা ফাঁকা স্টেশন — একটিই ফাঁকা বেঞ্চ। কাচের ভিতর থেকে ঝাপসা এই দৃশ্যটা নিপুণ হাতে আঁকা কোনও শিল্পীর ছবি মনে হয় ওর। হঠৎই সমস্ত খারাপলাগা উধাও হয়ে যায় ওর মন থেকে। কামরার দরজা খুলে ফাঁকা লম্বা করিডর পেরিয়ে বাইরে আসে ও। স্টেশনটা ওকে টানছে। ট্রেন থেকে নেমে এক-পা এক-পা করে বেঞ্চটাতে গিয়ে বসে ও। ভিজে হাওয়ার স্পর্শটা ওকে এসির ঠান্ডা থেকে অনেক আরাম দিল। চোখ বুজে আপন মনে গেয়ে উঠল ও,”আজি গোধুলি লগনে এই বাদল গগনে ...”

ট্রেনের হুইসল বাজল কি? কিন্তু ওর যে এখান থেকে যেতে ইচ্ছেই করছে না। আরও একবার হুইসল দিল ট্রেন। ওকে ডাকছে বুঝি? অপলক অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল ট্রেনটা হুইসল বাজিয়ে ধীরে ধীরে পেরিয়ে গেল প্ল্যাটফর্ম- মিলিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে। ওকে ছাড়াই।

ছবি

সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়

রথীন চক্রবর্তী অকৃতদার মানুষ। বয়স ষাট ছুঁই ছুঁই। রোগাটে গড়ন। সব কিছুতেই তার অপার কৌতূহল। পথেঘাটে এটা সেটা দেখে দাঁড়িয়ে পড়া তার অভ্যেস। খুঁটিয়ে নেড়েচেড়ে দরদাম করে ফুটপাতের নানাবিধ দ্রব্য দিয়ে তার এক কামরার ভাড়ার ঘরটা বোঝাই করেছেন।

সেদিন রাত নটা নাগাদ একঠোঙা বাদাম ভাজা চিবুতে চিবুতে গোলপার্কের ডান ফুটপাত ধরে গড়িয়াহাটের দিকে ফিরছিলেন। গোলপার্কের ফটোবাঁধাইয়ের দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গেছে তখন। তার মধ্যে একটা দোকান খোলা বলেই সেই দোকানটার দিকে রথীনবাবুর চোখ পড়ল। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক টুল পেতে বসে রয়েছেন রাস্তার দোকানের দরজায়। দোকানি বোধহয় নেপালি। কলকাতার জলহাওয়ায় গায়ের রংটা মজে গেলেও চোখের ভাঁজ মুখের গড়ন তার জাতিগত পরিচয় বহন করছে। রথীন দাঁড়িয়ে পড়লেন। এক আশ্চর্য ছবিতে তার চোখ আটকে গেছে।

ছবিটা এক পাহাড়ি হিলস্টেশনের। একটা কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রি। হিলস্টেশনে থমকে-থাকা একটা ট্রেন। তার হেডলাইটের আলোয় শ্যাওলা-ধরা ভিজে ভিজে একটা রেলপথ। আলোর যেটুকু রেললাইনের ডানদিকে গিয়ে পড়ে, সেখানে আবছা দুটো কাঠের বেঞ্চ। ভিজে অপোক্ত স্যাঁতসেঁতে। কেউ সেখানে অনেকদিন বসেনি যেন। কাঠের বাড়ির বহুদিনের বন্ধ হয়ে থাকা একটা রঙচটা ভাঙাচোরা দরজা। স্টেশনের ঘড়িটা বাড়ির সমুখবর্তী পোস্টে ঝুলছে। সময় রাত্রি দুটো বেজে পঁয়তিরিশ মিনিট।

দরদাম নিয়ে হইচই সেদিন আর করা হল না। সেই বৃদ্ধ নেপালি দোকানির বোধহয় তেমন বিক্রিবাট্টা ছিল না। যে দাম দিতে চাইলেন রথীনবাবু, সে দামে বেচেই, দোকান বন্ধ করার উদ্যোগ শুরু করলেন। যেন রথীন চক্রবর্তীকে ছবিটা বেচবেন বলেই তিনি বসেছিলেন। মনোমতো একটা ছবি কেনার আনন্দে রথীনবাবুর সেদিকে ভাবার মতো সময় ছিল না। বাড়ি ফিরে খাটের বাঁদিকের দেয়ালে টাঙিয়ে দিলেন। শুয়ে শুয়ে দিব্যি ছবিটার দিকে চেয়ে থাকা যায়। একসময় চোখ টেনে এলে বেডসুইচ নিবিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

অনেক রাতে একটা কোলাহল শুনতে পেলেন। রথীন কি কোনো রেললাইনের ধারে এসে হাজির হয়েছেন? এ তো তার পরিচিত জায়গা। কোথায় দেখেছেন যেন এ জায়গা! কুয়াশাচ্ছন্ন রাত। দূরে ট্রেনের আলো থমকে আছে। রেললাইনের ধারে কাঠের ভাঙাচোরা বাড়িটা থেকেই কোলাহল ঝগড়ার তুমুল শব্দ আসছে। ট্রেনটা ছেড়েছে। দ্রুত

এগিয়ে আসছে প্রকৃতির নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে। বাড়ির দরজা খুলে গেল। এক নেপালি যুবতী ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ট্রেনের মুখে। ঘুম থেকে টলতে টলতে উঠলেন রথীন চক্রবর্তী। দু:স্বপ্ন দেখেছেন। জল খেলেন। আলো জ্বেলে দেখলেন রাত্রি দুটো বেজে পঁয়তিরিশ। ছবির ঘড়ির সঙ্গে মিলে রয়েছে ঘড়ির কাঁটা। বুঝতে পারলেন, বড্ড বেশিই ভেবে ফেলেছেন ছবিটা নিয়ে।

পরদিন রাত্রে ঠাকুরের ছবিতে প্রণাম করে ঘুমোতে গেলেন। কিন্তু কখন যেন তিনি পৌঁছে গেলেন সেই হিলস্টেশনে নিজের অজান্তেই। আজ কুয়াশায় ট্রেন দাঁড়িয়ে গেছে। ট্রেনের মুখের গোড়ায় ইতস্তত কিছু লোকাল লোক ভিড় করেছে। লাইন টপকে এগিয়ে যান রথীন। জিজ্ঞেস করলে কেউ কোন কথা বলছে না। ট্রেনের মুখের কাছে গিয়ে চমকে ওঠেন। একটা মানুষ কাটা পড়েছে। তার মুখটা ট্রেনের আলোয় উজ্জ্বল। অত্যন্ত পরিচিত মুখ তার। কোথায় দেখেছেন ওকে। দু:স্বপ্ন ভেঙে যায়, আলো জ্বেলে দেখেন কাঁটায় কাঁটায় দুটো পঁয়তিরিশ। এখনও তার হাতপা কাঁপছে যে লোকটা ট্রেনে কাটা পড়েছে তার মুখ অবিকল সেই দোকানির মুখ যেন, যে তাকে ছবিটা বেচেছে।

পরদিনই গোলপার্কে ওই দোকানে হাজির হন রথীন। একটা অল্পবয়সি ছেলে বসে। সে বলে, বছর পনেরো আগে এক নেপালি ভদ্রলোকের থেকেই এ দোকান তার বাবা কিনেছিলেন।

আজ এক পরিচিতের বাড়িতে রথীন চক্রবর্তীর নেমন্তন্ন। একটা গিফট পেপারে ছবিটাকে মুড়ে খুশি খুশি মনে চললেন সেখানে।

রাতের শেষ ট্রেন

স্নেহাশিস গাঙ্গুলী

স্বপ্নিলের আজও স্টেশনে অফিস থেকে আসতে সাড়ে নটা বেজে গেল। স্টেশন বেশ ফাঁকা। যাত্রী নেই। প্ল্যাটফর্মে একটাই চায়ের দোকান। দোকানি বন্ধ করে চলে গেছে। বাড়ি ফিরতে ফিরেত আজও সাড়ে বারোটা একটা বাজবে। চাকরিটা করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। অফিসের অ্যাকাউন্টসে সমস্ত চাপ একার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে বস কথায় কথায় বলেন, “না পারলে ছেড়ে দাও। আমাদের হাতে কম টাকার লোক রয়েছে। তোমার টাকায় তিন চারজনকে নিয়ে নিতে পারব।“ চাকরির বাজার খারাপ। স্বপ্নিল কিছু বলতে পারে না। দশটা পনেরোতে ট্রেন। এক ঘন্টার জার্নি হলেও দেড় ঘন্টা লাগিয়ে দেয় লোকাল ট্রেন। রাতের শেষ ফাঁকা ট্রেনে ভবঘুরে, পাগল, পয়সা গোনা ভিখারি ছাড়া মানুষ মেলা ভার। আর হ্যাঁ, মাঝে মাঝে ছিনতাইবাজদের দেখা মেলে। স্বপ্নিল এদের ভয়ে টাকা পয়সা রাখে না। সস্তার ঘড়ি পরে একটা। স্বপ্নিল একটা সস্তার সিগারেট ধরায়। ফাঁকা স্টেশনে চাঁদের আলো আবছায়া আর কম আলো একটা অদ্ভুত ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। আজকাল সিগারেটটাও বেশ বেশি টানছে স্বপ্নিল। অফিসে চাপ আছে। একা বসে থাকতে বেশ ভয় হয়। ছমছমে এক পরিবেশ। স্বপ্নিল জানে স্টেশন মাস্টার নটার আগেই লগবুক এডভান্স এন্ট্রি করে আগেই চলে গেছে। এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় কেউ আসতেই চায় না। তাই স্টেশন মাস্টারও সাততাড়াতাড়ি চলে গেছে। আজ ট্রেনটাও ঠিক সময়ে আসছে না, লেট করছে অনেক। প্রায় এগারোটা নাগাদ ট্রেনটা এল। স্বপ্নিল উঠে দেখে ট্রেনের কামরায় সিটে লোক শুয়ে আছে চাদর মুড়ি দেওয়া। এই রকম কয়েকটা সিটে লোক শুয়ে থাকতে দেখে ভয় পেল স্বপ্নিল। কখনো তো এমন হয়না। ট্রেনের আলো খুব কম। ভয় করতে থাকে স্বপ্নিলের। ট্রেন চলতে শুরু করে। ট্রেনের আলো আস্তে আস্তে নিভে যায়। ভয়ে হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসে স্বপ্নিলের। মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে একজনকে ডেকে তোলে স্বপ্নিল। বসতে চায়। লোকটা চাদর সরালে দেখা যায় লোকটার পা সদ্য কাটা। অঝোরে রক্ত ঝরছে। লোকটার চোখ লাল। স্বপ্নিল সেটা দেখে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে যায়।

পরদিন সকালে স্বপ্নিলের জ্ঞান ফিরলে দেখে সে স্টেশনেই। যে বেঞ্চে বসে সিগারেট খাচ্ছিল সেখানেই শুয়ে আছে। চারিদিকে ছোট ভিড়। স্টেশন মাস্টার বলল আপনি এগারোটায় ওই ট্রেনে কী ভাবে উঠবেন? ওই ট্রেন তো কাল আসেই নি। ওই ট্রেন ডিরেল হয়ে সাতজন লোক মারা গেছে।

কবিতা

রাত এখনও অনেক বাকি

তুষার চক্রবর্তী

রাত এখনও অনেক বাকি,
শেষ ট্রেন চলে গেল নাকি!
ঐ আবছা দেখা যায় দূরে,
গাঢ় আঁধারের জাল ফুঁড়ে,
রোজই আসতে দেরি করে,
আজ যাত্রী রয়ে গেছে ঘরে,
বেঞ্চে তাই, কেউ নেই বসে,
ট্রেন ছুটে যাবে, ভাগ্যদোষে,
যাওয়ার কথা যার হাত ধরে,
আসবেই সে এই ট্রেনে চড়ে,
নামবে কি বেঞ্চ ফাঁকা দেখে?
কার ভাগ্যে নিয়তি কী লেখে,
সবারই কপালে সময়ের মার,
শুনেছে ঘড়ি কথা, কবে কার?

দূরে চলে গেল ট্রেন

শান্তনু চ্যাটার্জি

চলে গেল দূরে
বিকেলবেলার ট্রেন
প্ল্যাটফর্ম জুড়ে হাহাকার
আলোর নীচে অন্ধকার

বাঁক নিয়ে ঘুরে
আবার নতুন পথে চলে গেল ট্রেন
পড়ে আছে অবহেলা
বাকি আছে লেনদেন

দূরে চলে গেল
বড় রাস্তা, সরু গলি, ওপরে ওঠার অন্ধকার
সিঁড়ি বেয়ে আঁধারের দিকে আরও
আঁধারকে ভালবেসে গাঢ়

দূরে চলে গেল
বিষাদ বেলার ট্রেন
ফাঁকা বেঞ্চির বেআব্রু আহ্বান
আর কিছু অভিমান।

কবিতা

নিঝুম রজনী

ঋক্ ধর্মপাল ব্যানার্জি

নিঝুম রজনী, তুষারেতে ঢাকা,
একলা স্টেশন ঠিক যেন আঁকা।
ঘড়ি ডাক দেয় পঞ্চপ্রহরী,
কনকনে হাওয়া ছোটে তড়িঘড়ি।

বেঞ্চিতে বসে নাহি কেউ আর,
নীরবতা যেন কাঁদিছে আঁধার।
ধোঁয়া ছেড়ে ট্রেন আসে ধীরেধীরে,
চোখে নাহি পড়ে—কেহ উঠিল কি ফিরে?

কেহ চায় না, কেহ নামে না,
জীবনের ছোঁয়া এ পথে রয় না।
তবু ট্রেন থামে, প্রশ্বাস নিতে,
মনে আসে কত স্মৃতি নিভৃতে।

পুনঃ গতি আসে ধোঁয়াশারে মুছে,
ফিরে নাহি দেখে জানালার পিছে।
স্টেশনটা বাঁচে স্মৃতি তার পুষে,
অপেক্ষাটুকু জমে রয় শেষে।

কবিতা

বি স্ p h o t o ক

অঙ্কন মিত্র

এই যে দেখুন এই ছবিটা
এর উপরেই মিল-কবিতা
লিখতে হবে
সময় হবে?
শুনে হাসলেন লিমেরিকদা

উড়িয়ে ধোঁয়া আসছে ট্রেন
along with কী বুঝছেন?
হলদেটে ঘাস
বর্ষা আভাস...
বাহবা, বেশ, আর বলেন—

ট্রেনের ধোঁয়া আকাশছোঁয়া
প্ল্যাটফর্মটা বরফ ধোয়া
হলুদ ঘড়ি
নজর করি
আড়াইটে, কী তিনটে-সোয়া
কেউ কোথা নেই বেঞ্চি দুটোর
ছিটিয়ে আছে বরফকুটো
গাছের silhouette
বিষণ্ন mood
মনখারাপের হালকা ছুতো...

কোথায় এটা? মুলুকটা কী?
Google image খুলব নাকি?
Photography
করছে দাবি
রেলগাড়িটা ঈষৎ প্রাচীন

দেশটা বিদেশ, ইউরোপিয়
থামের গঠন নজর দিয়ো
পরিত্যক্ত
হওয়ার অর্থ
বিশ্বযুদ্ধ, guess, দ্বিতীয়

অসংখ্য লোক মরার পরে
লাশগুলোকে আনছে ঘরে
এক-চোখো ট্রেন
নাকি ইউক্রেন!
ওখানেও রোজ মানুষ মরে...

ওখানেই রোজ যুদ্ধ চলে
রক্ত এবং চোখের জলে
বরফ পড়ে
মানুষ মরে
এই ছবি তার গল্প বলে...

কবিতা

অনন্ত অহল্যা

সুকমল ঘোষ

কালের সুখদুঃখের গল্প নিয়ে
জীবনের অদূরে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সময় এগিয়ে চলেছে
তার নিজস্ব ছন্দে।

অলৌকিকতার স্পর্শ নিয়ে
বসার আসনটি যেন
অহল্যা হয়ে আছে।

এলোমেলো কিছু লাইন

প্রতীপ মুখোপাধ্যায়

কুয়াশার নিস্তব্ধ মিছিলে
অগুন্তি স্বপ্ন হেঁটে চলে.....
আমি জানালার ফাঁক দিয়ে শুনি, ধাতব যানের হিমশীতল আর্তনাদ।

আর
চারকোনা বাক্সের কাচে
শ্বাপদের আনাগোনা।

মিছিলে তুমিও কি আছ?
এক শেষ না হওয়া রাস্তার ধারে?

শরীর জুড়ে তীব্র ক্লেদ,
আমাকেও যেতে হবে, যেতে চাই তোমার কাছে।

যেখানে শেষ ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে , ক্লান্ত, অবসন্ন।
কুয়াশায় ঘেরা আগামীর দিকে।

আমাদের খবরাখবর

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের ৩২তম বার্ষিক সাধারণ সভায় কার্যনির্বাহী কমিটির সমস্ত বছরের কাজের খতিয়ান (২০২৩-২০২৪)

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন এক সম্মানজনক নাম বাংলার আজকের অ্যালমনি আন্দোলনের ইতিহাসে। বিভিন্ন কল্যাণমুখী কাজ তাদের মুখোজ্জ্বল করেছে। কমবেশি হাজারের কাছে যার আজীবন সদস্য। ওয়েবসাইটে থাকে নিত্য কাজকর্মের আপডেট। সোশাল মিডিয়ায় প্রাক্তনীদের অংশগ্রহণে জমজমাট আড্ডাখানা। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে অ্যাসোসিয়েশন অনলাইন পেমেন্ট, অনলাইন মেম্বারশিপ ইত্যাদিও চালু করেছে, যা আধুনিক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং অবশ্যম্ভাবী।

আমরা আর্থিক বর্ষ ২০২৩-২৪ সালের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের কথা বলছি।

এই সময়কালে আমরা আমাদের বহু প্রাক্তনী এবং অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যকে হারিয়েছি। সকলের নাম পেয়ে ওঠা যায় না সব সময়। যখনই কোনো প্রাক্তনীর মৃত্যুসংবাদ শুনেছি, গ্রুপ আইকন শোকের বার্তাবহ কালো রঙে ঢেকেছি। শোকপ্রকাশ ও স্মৃতিচারণ করা হয়েছে গ্রুপে। আমরা এই প্রাক্তনীদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

বিভিন্ন অনুষ্ঠান —

নববর্ষ উপলক্ষে রবিবারের আড্ডা।

২০২৩-এর মে মাসে আমরা নববর্ষকে কেন্দ্র করেই 'রবিবারের আড্ডা'র আয়োজন করি। গল্পে গানে কবিতায় প্রাক্তনীরা অংশগ্রহণ করেন। প্রায় ৩৫ জন প্রাক্তনীর উপস্থিতিতে এ অনুষ্ঠান খুবই প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। প্রাক্তনীরা তাদের স্বরচিত গল্প কবিতা পাঠ করেন। এ ছাড়া মুক্ত কণ্ঠে গানের আসর প্রাক্তনীদের অংশগ্রহণে জমে ওঠে।

উপেন্দ্রনাথ দত্ত মেমোরিয়াল বক্তৃতা।

বালিগঞ্জ ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামে স্মারক বক্তৃতা আয়োজিত হয়। বিষয় ছিল 'বাঙালির বাংলাভাষার প্রতি দায়ের প্রেক্ষিতে বাংলামাধ্যম শিক্ষাব্যবস্থার সংকট ও ভবিষ্যৎ'। প্রাক্তনীদের ঠাসা ভিড়ে সেদিনের অনুষ্ঠান ছিল মনোজ্ঞ এবং প্রাণবন্ত। অনুষ্ঠানে মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বনামধন্য সাংবাদিক, চিত্রকর এবং শিক্ষক 'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকার TTIS বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক শ্রী বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত এবং সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত মনোবিদ ড. অমিত চক্রবর্তী মহাশয়।

স্কুলের এগারো ও বারো ক্লাসের ছাত্রদের নিয়ে Insurance Awareness Programme

স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে, তাদের ভাবী জীবিকার সন্ধান দিতে অনেক দিন ধরেই আমরা পরিকল্পনা করছিলাম। এ জন্য আমরা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের বেছে নেই। ইন্ডিয়ান ইনসিওরেন্স ইনস্টিটিউটের তরফ থেকে আয়োজিত "ইনসিওরেন্স অ্যাওয়ারনেস এবং ইনসিওরেন্স ফর ডেভেলপমেন্ট অফ কেরিয়ার" এই প্রোগ্রামটি অত্যন্ত সুষ্ঠু ভাবে এবং সময়ের দাবি মেনে আমাদের অ্যাসোসিয়েশন আয়োজন করেছে। বক্তা হিসেবে ছিলেন ভারতীয় জীবন বীমা নিগমের প্রাক্তন ও বর্তমান কর্মী শ্রী অমর কুমার গোস্বামী এবং শ্রী সুদীপ্ত সরকার মহাশয় – তাঁরাও ভূয়সী প্রশংসা করেন অ্যাসোসিয়েশনের এই উদ্যোগের এবং বর্তমান ছাত্রদের প্রতি প্রাক্তন ছাত্রদের এইরকম ভ্রাতৃত্বপূর্ণ অথচ বন্ধুসুলভ অভিভাবকের ভূমিকায় থাকার। সে কথা অমর বাবু এক দীর্ঘ পত্রে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে জানিয়েওছিলেন।

রিইউনিয়ন

এ বছর সময় বদলে ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ পুজোর ঠিক এক মাস আগে নিয়ে যাওয়া হয় রিইউনিয়নকে। এ বছর সময় পরিবর্তন যেমন একটা বড় ব্যাপার, তেমনই এই প্রথম আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি রিইউনিয়নের খাওয়াদাওয়া স্কুলের বাইরে নিয়ে যাওয়া যায় কিনা। কারণ, স্কুলে রান্না করা বারণ হয়ে গেছিল আগেই, তাছাড়া আলাদা করে ডিনারের মজা পেতে একটা ব্যাঙ্কয়েটে ডিনার পার্টি করে দেখার অভিনবত্ব আমরা পরখ করতেও চেয়েছিলাম।

রিইউনিয়নের প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে আমরা ছাত্রদের যুক্ত করেছিলাম। আমরা সেদিন কৃতী ছাত্রদের সংবর্ধনা দিই। একই সঙ্গে জ্যোতিভূষণ চাকী ছাত্রপ্রকল্পে যে সব শিশুদের আমরা আর্থিক ভাবে সাহায্য করি, তাদের হাতে স্কুল

ব্যাগ ও খাতা পেন পেন্সিল তুলে দেওয়া হয়। প্রথম দিনের এই অনুষ্ঠানে ছাত্র-অভিভাবক এবং প্রাক্তনী মিলিয়ে কমবেশি ১২০-৩০ জনের উপস্থিতি ছিল।

দ্বিতীয় দিনের রিইউনিয়ন

এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় গড়িয়াহাট রোডস্থিত পার্ক প্লাজা হোটেলের রুফটপ ব্যাঙ্কোয়েটে। প্রায় আশির অধিক প্রাক্তনী এই ডিনার পার্টিতে যোগদান করেন।

সব মিলিয়ে অনুষ্ঠান ছিল জমজমাট।

বার্ষিক খেয়া

রিইউনিয়নে যারা ডোনেশন দিয়েছেন এবং খেয়ায় যারা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন সকলের নামই আমরা বিজ্ঞাপনের আকারে প্রকাশ করেছি খেয়ায়।

প্রায় ৬৫ হাজার টাকার বিজ্ঞাপন ও ডোনেশন আমাদের কোনো ঘাটতি সৃষ্টি করেনি বার্ষিক খেয়াপ্রকাশে। আমরা রিইউনিয়নে আগত সকলকে বার্ষিক খেয়া নিখরচায় দিয়েছি। বাকিদের জন্য এর মূল্য ধার্য করেছি এবং বিক্রয় করেছি। তবে দু:খজনক বিষয় – খেয়ার গ্রাহক এত কম। সামান্য কটি বই আমরা আলাদা করে বিক্রি করতে পেরেছি। প্রাক্তনীদের বছরে এই একটি বার্ষিক খেয়া সংগ্রহের ব্যাপারে আগ্রহী হতে হবে, এটা আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের প্রকাশনাকে উজ্জীবিত করবে। খেয়ার সাহিত্যমূল্য সকলের প্রশংসা লাভ করে।

প্রয়াত দিলীপ কুমার সিংহ (১৯৫৩) স্মরণ এবং প্রয়াত সুভাষ বোস (১৯৪৯) স্মরণ এই খেয়ার একটা বিশেষ অংশ।

বার্ষিক খেয়ায় আমরা আমাদের এই দুই সভাপতিকে নিয়ে অনেকগুলি লেখা প্রকাশ করে সম্মান জ্ঞাপন করি। বিশেষ করে, দিলীপ সিংহকে নিয়ে অনেক নামী প্রাক্তনীই তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছেন। সে সব লেখার মাধ্যমে দিলীপদার জীবনের অনেক অজানা এবং সংবেদনশীল দিক আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে।

বিজয়া সম্মিলনী

৯ ডিসেম্বর ২০২৩ শনিবার বিজয়া সম্মিলনীতেই আমরা খেয়া পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলাম। বিজয়ার মিষ্টিমুখ ছাড়াও ছিল নানান অনুষ্ঠান, আড্ডা। খেয়াপ্রকাশ উপলক্ষে প্রাক্তনীদের গান, কবিতা আবৃত্তি ছাড়াও ছিল স্বরচিত সাহিত্যপাঠের ব্যবস্থা। প্রাক্তনীরা অণুগল্প, কবিতা, ছোট রম্যরচনা পাঠ করেন। ৬০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

পিকনিক

২৮ জানুয়ারি ২০২৪-এর রবিবার মেজদার বাগানবাড়ি, সুভাষগ্রামে ২০২৪-এর পিকনিক অনুষ্ঠিত হয়। ২৪-এর পিকনিকে সাম্প্রতিক অন্যান্য বছরগুলির তুলনায় লোকসমাগম কম হয়েছিল। তবে সে দুর্বলতা ভুলে বলা যায়, প্রাক্তনীরা খুবই আনন্দ করেছেন। খেলাধুলো, আড্ডা, মাইকে গানবাজনা হুল্লোড় করে কেটেছে পিকনিক।

বার্ষিক সভা

২০২৪-এর মার্চে আমরা অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভা সম্পন্ন করি। এই সভায় নতুন গভর্নিং বডির **১৩** জন সদস্যের নাম ঘোষণা করেন ইলেকশন অফিসার।

মেম্বারশিপ

২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে আমরা ৩৮ জন নতুন মেম্বার আমাদের সংগঠনে যোগ করেছি। এখন অবধি লাইফ মেম্বারের সংখ্যা ৮৭৩। জেনারেল মেম্বারদের অনেকেই বারংবার খেয়ায় রিনিউয়াল ও লাইফ মেম্বারশিপ গ্রহণের আবেদন এবং ইমেইল পেয়েও মেম্বারশিপ রিনিউ করাতে আসেননি। তিন বছরের ডিফল্টার হবার পর তাদের সাধারণ সদস্যপদ বাতিল হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই। বাকিরা সময়ের মধ্যেই বদলে নিয়েছেন তাদের জেনারেল মেম্বারশিপ ‘লাইফ মেম্বারশিপে’। ফলত, বর্তমানে একজনও জেনারেল মেম্বার নেই বর্তমানে।

জ্যোতিভূষণ চাকী ছাত্রবন্ধু প্রকল্প

আমরা বিদ্যালয়ের হাতে দু বারে মোট দু লক্ষ উনচল্লিশ হাজার ছশো তিরিশ টাকা তুলে দিয়েছি দু:স্থ ছাত্রদের নিখরচায় পড়ার সুবিধা করে দিতে। এ ছাড়াও আমরা অনেককে এই প্রকল্পে অর্থসাহায্য, বইপত্র কেনার টাকা ইত্যাদি দিয়েছি। রিইউনিয়নের প্রথম দিন কৃতী পুরস্কারের সঙ্গে জ্যোতিভূষণ চাকী প্রকল্পে থাকা ছাত্রদের ব্যাগ পেনপেন্সিল এবং পেন্সিল বাক্স উপহার দেওয়া হয়।

কৃতী ছাত্র পুরস্কার

কোভিডের পর থেকে অ্যালমনি পুরস্কারটি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু স্মারক বৃত্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধে আমাদের সামনে ছিল, যা আমরা অতিক্রম করতে পারিনি। যেমন ‘২০, ‘২১, ‘২২ সেভাবে স্কুলের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষাগুলো হয়নি। ‘২৩ অবধি আমরা আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় বিশেষ বিশেষ বিষয়ে কৃতিত্ব অর্জনকারীদের নাম স্কুল থেকেও পেয়ে উঠিনি। তবে ২৪-এর নাম যদি পাই আমরা এ বছরের মধ্যে তাদের পুরস্কৃত করব, এ আমাদের অঙ্গীকার। যারা পুরস্কার বাবদ অর্থ ফিক্সড করে রেখেছেন, আমরা তাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী, আমরা নানান অপারগতায় চালু করতে পারিনি, হয়তো তাদের জানানোও হয়নি। আসলে মেমোরিয়াল পুরস্কার না-দেওয়ার কোন উদ্দেশ্যই আমাদের নেই, এরকম কোনো সিদ্ধান্তও হয়নি।

তবে অচিরেই সব স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরবে। আমরা আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হব।

স্কুল ডেভেলপমেন্ট

২২-২৩ আর্থিক বর্ষে আমরা স্কুলের মূর্তি সরানোর কাজ সম্পন্ন করেছিলাম। আশুতোষ মূর্তির পাশে এনে বসিয়েছিলাম জগদ্বন্ধু রায়ের মূর্তিকে, যেটি বাগানের মধ্যে পড়েছিল অযত্নে। এছাড়া শহিদ বেদির পুরনো ফলকটি পাঁচিলের দিকে মুখ করে থাকায় কেউ পড়তে পারতেন না, তাই সামনের দিকে আরেকটি ফলক আমরা লাগিয়ে দিই।

তবু স্কুলের তরফে একটা দাবি আসছিল পেভার ব্লক দিয়ে স্কুলের পিছনের চত্বর, প্রায় মাঠ অবধি বাঁধিয়ে দেওয়ার। আমরা ২০১৮-১৯ সালে স্কুলের সম্মুখবর্তী সমগ্র চত্বর পেভার ব্লকে বাঁধিয়েছিলাম। স্কুলের দাবি ছিল এরপর সামনের গেট থেকে পিছনের মাঠ অবধি। এবং সামনের মতো জলনিষ্কাশনের আধুনিক ব্যবস্থা করারও দাবি হয়েছিল।

গত বছর এজিএমে আমাদের তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট সুকমল ঘোষ স্কুলের কাজ করে ফেলার দাবিও তোলেন। আমাদের গভর্নিং বডি এই মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পিছনের এই কাজ করতে হবে এবং টেন্ডার কল করতে হবে। এটা ২৩-২৪ আর্থিক বর্ষের রিপোর্ট, এই রিপোর্ট আপনাদের হাতে যখন এসে পৌঁছবে, তখন হয়তো পিছনের কাজ সমাপ্তও হয়ে যাবে।

অনলাইন ও সোশাল মিডিয়া

আপনারা জানেন, আমাদের ওয়েবসাইটের কথা। বিশেষজ্ঞ প্রাক্তনীরা তা সুচারুভাবে চালাচ্ছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ মূলত তিনটি – JBI Alumni Association, JBIAA Chapter II, Kheya.

সব মিলিয়ে ৭০০-৮০০ মেম্বার এই গ্রুপগুলিতে রয়েছেন। এসব গ্রুপ মূলত প্রাক্তনীদের, মেম্বার, নন-মেম্বার দেখা হয় না। প্রাক্তনীদের অংশগ্রহণই মুখ্য এখানে।

তবে ফেসবুক গ্রুপ চালনার ব্যাপারে আমাদের দুর্বলতা রয়ে গেছে।

দীর্ঘ চলার পথে কেউই বলতে পারেন না আমরা সব কিছু এত নিখুঁত ভাবে পরিচালনা করেছি যে কোনো ত্রুটি নেই। আমরাও তা বলছি না। কাজ করতে গিয়ে যদি কিছু করে উঠতে না পারি আলোচনা করবেন। সাজেশন দেবেন। সে সব সাজেশন নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং গ্রহণযোগ্য হলে গ্রহণ করব।

নমস্কার। ধন্যবাদ।

সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক
বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

আমাদের খবরাখবর – পিকনিক ২০২৫

গত ১২ জানুয়ারি ২০২৫, রবিবার, বারুইপুরের স্বপ্নপুরী ইকো রিসোর্টে অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের পিকনিক সম্পন্ন হয়। প্রাক্তনী এবং প্রাক্তনী পরিবারের প্রায় একশো চল্লিশ জনের উপস্থিতিতে এবারের পিকনিক ছিল জমজমাট।

কড়াইশুঁটির কচুরি, আলুর দম, মোয়া আর চা দিয়ে যার সূচনা। মধ্যপর্বে চিকেন পকোড়া, বেবি কর্ন পকোড়া, ফিশ বল/ফিঙ্গার চিপস, কফি। সবশেষে ডায়মন্ড ফিশ ফ্রাই (অরিজিনাল ভেটকি), স্যালাড কাসুন্দি, পিস পোলাও, আলু ফুলকপি, দই কাতলা, মটন, চাটনি, পাপড়, মিষ্টি সহযোগে দুর্দান্ত লাঞ্চ পিকনিকে ভুঁড়িভোজের আনন্দ এনে দেয়। রসনাতৃপ্তির উদ্গার তুলে সব প্রাক্তনীই তাদের মন:তুষ্টির কথা জানিয়ে যান। পিকনিকে নাচ-গান হুল্লোড়, শিশুদের সুইমিং পুলে নামার মজা – সব ছিল। পিকনিকে প্রাক্তনী অতনু বিশ্বাস সুদূর আমেরিকা থেকে এসেছিলেন এবং তিনি সব প্রাক্তনীর ছবি তুলে পরে বাঁধিয়ে উপহার হিসেবে দেন।

আমাদের খবরাখবর – পুনর্মিলন ২০২৫

এবারের রিইউনিয়নও গতবারের মতো দুই পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। ১ মার্চ স্কুল অডিটোরিয়ামে এবং ২ মার্চ বটতলা রিক্রিয়েশন ক্লাবে।

প্রথম দিন স্কুল হলঘরে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রিইউনিয়ন উদযাপিত হয়। বিভিন্ন ব্যাচের ছাত্ররা গল্পগুজব হাসিঠাট্টায় মেতে ওঠে তাদের স্মৃতির স্কুল প্রাঙ্গণে। ওইদিন কৃতী ছাত্রদের হাতে অ্যালমনি অ্যাওয়ার্ডের অর্থ-পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। হাল্কা স্ন্যাক্সের ব্যবস্থা ছিল। প্রাক্তনী এবং ছাত্র অভিভাবক মিলে একশো কুড়ি-তিরিশ জন এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় দিনের রিইউনিয়নে ছিল ডিনার পার্টি। স্কুলের বাইরে বটতলা রিক্রিয়েশন ক্লাবে ককটেল ডিনারের আয়োজন ছিল। এমন আনন্দময় সন্ধ্যা প্রাক্তনীরা কমই পেয়েছেন।

সূচনায় ড্রাই চিলি চিকেন, পনির স্টিক, মশলা বাদাম। নৈশভোজে রুমালি রুটি, ডালমাখানি, ফিস ফ্রাই, বাসন্তী পোলাও, মাটন, চাটনি, পাপড়, শীতল মশলা পানীয়। খাবারের অতুলনীয় স্বাদ সেদিনের পুনর্মিলনের আড্ডায় অন্য পাওনা।